PG-4

(1)

'গল্প হেকিম সাহেব' — প্রশাসনের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের দ্বন্দ্ব :—

মনোজ মিত্রর 'গল্প হেকিম সাহেব' এক রূপকাশ্রয়ী আধুনিক নাট্যভাবনার ফসল। আলোচ্য নাটকে একদিকে যেমন দেখতে পাই হেকিম আর তার সহযোগী কয়েকজন নিম্নবর্গীয় মানুষদের সামাজিক দায়বোধ ও আদর্শ কাজের অন্যদিকে বর্মীয় তথা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অঙ্গীকার বেশাবেশিতে সেই অঙ্গীকারের অপাঙ্‌ক্তেয়।

গল্প হেকিম সাহেব নাটকে নাট্যকার মনোজ মিত্র যে প্রশাসন ব্যবস্থার চিত্র উপস্থাপিত করেছেন তা শুধু দুর্নীতি অসততার জন্য নয়, তার অবক্ষয়িত পাগলা জীবনের আকাঙ্ক্ষা নিমজ্জিত নয়, তার অবক্ষয়িত পাগলা জীবনের রূপচিত্র আমাদের কাছে অপ্রকাশ্য থাকে না, তার এই প্রশাসনের কর্তারা শুধুই ক্ষমতালোভী ও অর্থলিপ্সু, যারা দেশের ভাল করার পরিবর্তে মত্ত থাকেন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার অগ্র প্রতিযোগিতায়, এই প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে বুদ্ধিজীবীদের কদর নেই, তারা কাজের সরকারের দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত, এমনকি এদের মধ্যে অবিশ্বাস মূলমন্ত্র থাকে উপকারের অভাব, প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, তাই তো যে কৃষ্ণ ব্যাধির জন্য হেকিমের গবেষণা তাতে প্রয়োজনীয় রক্ত গোলাপা ওয়ালীর বাগানে থাকা সত্ত্বেও সে ফুল তার হেকিমের পাবার সম্ভাবনা নেই, কারন সেফুল এখন বিলাস ব্যসনের জন্য রাইজীর ঘরে চলে যাচ্ছে। তার জায়গায় ওয়ালী খাঁ হেকিমকে বোঝায়

— "আজ্ঞে কোন ডেকো, দাওয়াইয়ে একটি গোলাপ বাদ দেও জানাজানি হবে না, আমরা চেপে রাখব।"

হেকিম এই প্রশাসনিক ইতিহাসকে মানবিক আদর্শে আসুরোবান বলে স্বীকার করে না।

হেকিম সাহেবের গবেষণা যদি মানব কল্যাণের জন্য হয়, বিশ্বসমস্যা সমাধানের জন্য হয় তাতে ওয়ালীর সাহায্য করার ইচ্ছা তার আগ্রহ নেই, তার আগ্রহ খাজনা আদায়ের প্রক্রিয়াকে সচল রাখা, তার তাই হেকিম ডাক্তারকে কাজে লাগায় আলুচরের মোট ছাটি গ্রামের প্রজাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিতে, কেননা প্রজারা সুস্থ না থাকলে ঠিক সময়ে খাজনা দিতে পারবে না, এই ওয়ালী হেকিমকে বলে —

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(২)

"এখন তোমার তো উচিত আমার হাতে হাত না মার না যায়, অন্তত সেই মতো স্বাস্থ্যরক্ষা করে যাওয়া ....."

আর লোকটি ওয়ালীর কাছে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব পায় না, এখানে ওয়ালী চরিত্রে এক স্বার্থান্বেষী প্রশাসকের পরিচয় পাই।

আলোচ্য নাটকে নাট্যকার সে যুগের অবক্ষয়িত মূল্যবোধের প্রতীক ও নীতিহীন অরাজক প্রশাসকের চরিত্রকে অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকে দেখি গোলাপের অভাবে কাঁটা হতে বসা গুঞ্জরের জন্য পির পায় হেকিম যখন পাগলাগারদে যাবার অনুমতি চায় তখন ওয়ালী কোনো রক্তচক্ষুর শাসনই করেনি, তীক্ষ্ণ স্বরে জানিয়ে দিয়েছে —

"বেটা যার সাথে আমার কাল্লিটিশান, তার বাগিচার ফুলে হবে তোমার অভিষেক।"

কথাটির মধ্য দিয়ে ভেসে আসে ক্ষমতার উচ্চমার্গ থেকে স্বৈরাচারী প্রশাসনের কণ্ঠস্বর,

আবার ওয়ালী যখন গুঞ্জরের কাছ থেকে জানতে পারে যে হেকিম নাকি দরিয়াসঙ্গ ছেড়ে যাবার পরামর্শ করছে। তখন গলা চড়িয়ে অনুকম্পায় ওয়ালী হেকিমকে বলে ওঠে —

"...কিন্তু বেইমানি করছ কি ..... করছ কি, এমন অবস্থা নবাব জীবনেও উঠে দাঁড়াতে পারবে না।"

এখানেই স্পষ্ট হয়ে যায় প্রশাসনের সঙ্গে বুদ্ধিজীবির সম্পর্ক। যতক্ষণ সে প্রাপ্তোয়ারের সঙ্গে আছে ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু তার ব্যত্যয় ঘটলেই তার অস্তিত্ব হয় বিপন্ন।

স্বার্থান্ধ ও সর্বান্ধ প্রশাসনের কাছে যোগ্য প্রতিভার কোনো মর্যাদা নেই, যদি না সে তোয়াজ করে প্রশাসনকে। মানবতাবাদী মৌলবী থেকে মানব কল্যাণকামী হেকিম সবারই অমর্যাদা করে ওয়ালী, তার তাঁবেদারী না করলে ওয়ালীর বিচার-ও বদলে যায় মুহূর্তে। সে ওয়ালী হেকিমের কোমরে দড়ি বাঁধার জন্য উদ্যত হয়ে বলেছিল —

"একজন চিকিৎসকের কোমরে দড়ি বেঁধে তুমি আমার বেবাক প্রজার মনে খেদ বাঁধালে ..... দড়ি খোলো।"

সেই চরম মুহূর্তে সে বদলে যায়, কেননা তার অনুকূল প্রকাশ্য জয়ধ্বনি হবে তার, হেকিমের কেন হবে? তাই বেড়ালকে বিষ দেওয়ার মিথ্যা অভিযোগে সে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হেকিমকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করে তাহলে দায় সেই বেরা পায়ে, এভাবেই প্রশাসনের হাতে নয় বুদ্ধিজীবীর লাঞ্ছনা আমাদের অতবিস্মৃত করে।

প্রশাসনের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের দ্বন্দ্বের স্বরূপ সর্বদাই এক। তাই তো লালশালুকের-ও হেকিমের সঙ্গে পাঙ্খাপতির আদর্শগত বিরোধ দেখা যায়, প্রজাদের বেশ বিচলিত করে তোলে হেকিম। পাঙ্খাপতির প্রশ্নের উত্তরে হেকিম জানায় —

"খাজনা-ও দিবে, দীঘি-ও কাটাবে — দুটো তারা পারে কি করে? তার খাবার পানির ব্যবস্থা করা তো তালুকদারের-ই কাজ।"

পাঙ্খাপতি এই কথায় বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে হেকিমের কাছে লাখি মারেন এবং শাস্তি স্বরূপ হেকিমকে নিযুক্ত করেন আস্তাবলের কাজে। এমনকি তার মনোবল ভেঙে দিতে পাঙ্খাপতি ঘোষণা করে হেকিমের ভগ্নীকে মারা গেছে মোহরবাগ। হেকিম তীব্র প্রতিবাদ করে বলে ওঠে —

"মিছা কথা! মিছা কথা! মোহরবাগ মরে নাই। ..... আমার মনটা ভেঙে দিবেন বলে উটা পাড়ে লেগেছেন।"

কোমলমতি মানসিক বিকার হয়ে বিভ্রান্ত ও অর্ধ উন্মাদ হেকিম দরিয়াগঞ্জ ফিরে খুঁজতে থাকে তার হারানো পুঁথি, হারানো শক্তি, মানুষের কল্যাণ কামনায় আজীবন সাধনা হেকিমের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকে এই অপচয়ের জন্য দায়ী করে আমাদের। প্রতিবার এই অপচয়ের প্রতিবাদ করে এখন একলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু ছায়েম, ছায়েম জানায় —

"এই দ্যাখো মেয়ে তার সেই তালপাতার পুঁথিখানি! ..... তালুকদারের বাড়ির কথা শুনেও আমি একটি বার বাড়ি নাই।"

হেকিম সাহেব জানতে পারেন পাঙ্খামনি তার স্বামী ড্যাডারেককে হত্যা করেছিল, কিন্তু দরিয়াগঞ্জে ড্যাডারেককে হত্যা করা হয়েছে বলে ইংরেজ সরকার ওয়ালী বেগকে পুরস্কার দিয়েছে। প্রশাসনের এই অন্ধ নিয়মকে ব্যঙ্গ করে হেকিম —

"সে লোকে ড্যাডারেক, সেই নেয় ড্যাডারেক মারবার পুরস্কার, (অদ্ভুত ভাবে হাসতে হাসতে হেকিম তার পোঁটলা-পুঁটলির উপর শুয়ে পড়ে)

তাকে জানাতে পারেনি পাঙ্খামনি, কিন্তু সে স্বপ্নের নয় নতুন জীবনদর্শনের, হেকিমের জ্ঞানালোক দীপ —

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

শিয়ায় আলোকিত তার জীবন, সে তাকে দেয়
— "ও হেকিম সাহেব, চাঁদোয়া দেখছেন না,
চাঁদের রোশনাই লাগে ধরবেন না সেই যে
কয়েছিলেন ..... আমি দেব না হতে বৃথা।"

এতোরই গল্প হেকিম সাহেব নাটকটি
কেঁদে ছিল আমাদের এক আলোকিত ডক্টর ছিল।
যেখানে লোভী ও স্বার্থান্ধ প্রশাসনের বিচারীতে
জেগে থাকে, জ্বলে ওঠে মানুষের কবির, শিল্প
ও প্রেম মেধার প্রয়াস।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

15

ওয়ালি খাঁ-র চরিত্র :-

⇒ মনোজ মিত্রের 'গল্প হেকিম সাহেব' নাটকে নাটকীয় দ্বন্দ্বের একটি কাম্য হল ওয়ালি খাঁ, নাটকটি শুরু হলেও হেকিম কমকাতার ঢঙে নাটকটি শুরু হলেও হেকিম সাহেবকে নিয়ে দুটি বিরোধী পক্ষের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে, একদিকে দরিয়াগঞ্জের তালুকদার ওয়ালি খাঁ অন্যদিকে পালাশোলুর পশুপতি পোদ্দার, দুই পক্ষই নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য নানান ~~ষড়যন্ত্রের~~ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে, ওয়ালি খাঁ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে হেকিম সাহেবকে নিজের অধীনে রাখতে চেয়েছে, অন্যদিকে হেকিম সাহেবকে পাওয়ার জন্য নানান ষড়যন্ত্র গড়ে তুলেছে, নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে হেকিম সাহেব থাকলেও তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে ওয়ালি খাঁ।

দুই তালুকদারের মধ্যে চারিত্রিক এবং মানসিক বিস্তর পার্থক্য ছিল, পশুপতি পোদ্দার বয়সে নবীন এবং বুদ্ধিতে শাণিত, অন্যদিকে ওয়ালি খাঁ প্রবীণ বয়সে প্রবীণ এবং মানসিকতায় অনেক রক্ষণশীল ছিল, একটি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রণ করতে গেলে রাষ্ট্রের নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে বহন করতে হয়, এখানে নাট্যকার মনোজ মিত্র সূক্ষ্ম তথ্যসন্ধানের পরিচয় দিলেন, দুই তালুকদারের তথ্যসিদ্ধিতের মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়ে দুটি রাষ্ট্রের বিবিধ রাষ্ট্রনীতিকে তুলে ধরেছেন,

ওয়ালি খাঁ দরিয়াগঞ্জের তালুকদার কিন্তু তালুকদার হয়েও তিনি ইংরেজ অধীনস্থ, বাইরের নির্দিষ্ট দিকে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের আদায় খাজনা এই তালুকদারকে চুকিয়ে দিতে হয়, কিন্তু তিনি জাব তালুকদার ওয়ালি খাঁ তার নির্দিষ্ট রাজ্যের মধ্যে প্রজাদের কাছ থেকে যথাযথ খাজনা বুঝে নিতে গেলে, সেখানে মানবিকতার কোন স্থান নেই, ওয়ালি খাঁ নিজের তালুকের

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রজাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য হেকিমসাহেবকে দায়িত্ব দিয়েছেন, স্বাস্থ্যরক্ষা করার ক্ষেত্রে হেকিম-সাহেব যে মানবিক দৃষ্টি থেকে প্রজাদের খেয়াল রাখতো, সেই দৃষ্টি কোন মোক ওয়ালী খাঁ তার প্রজাদের দেখতেন না, তার প্রকাশ সন্তানাদির প্রকথা স্পষ্ট। —

"দেখো আমার তালুকের সাতখানি গাঁয়ের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছি এখন তোমার যে উচিত আমার হাত খাজনা মারা না যায়, অন্তত আমার হাত খাজনা মারা না যায়, সেই মত স্বাস্থ্যরক্ষা করে যাও।"

স্বাস্থ্যরক্ষার মূল উদ্দেশ্য প্রজাদের সুস্থ রাখা নয়, নিজের খাজনা আদায় করা, দুই তালুকের মধ্যে আদি কাল থেকে একটা দোদুল প্রতিযোগিতা চলে আসছে। দরিয়াগড়ের ওয়ালি খাঁ হেকিমের মত একজন চিকিৎসককে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, যে সারাদিন গ্রামে ঘুরে ঘুরে মানুষের দাওয়াই বিতরণ করেছে। আর কিন্তু নিজের প্রজা বেঁচে থাকার বন্দোবস্ত ওয়ালি খাঁ করেনি। শুধু স্বাস্থ্যরক্ষা নয় নিজের তালুককে কাইয়ের শত্রুর হাত থেকে নিরাপদ রাখার জন্য বেতুল ডাকাতকে কাজে লাগিয়েছে, তার পলাশপুরের লাঠিয়ালদের নিজের কাজের সুবিধার জন্য, অন্যদিকে পলাশপুরের লাখু লাঠি পোদ্দার নিজের তালুকে প্রজাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করার জন্য চিন্তিত, রোগ ভুগে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যেতে বসেছে। ফলে প্রজাদের কাছ থেকে প্রাপ্য খাজনা সে আদায় করতে পারছে না, তাই তার গাছ হেকিমের মতো চিকিৎসক তার হাতে বেতুলের মত ডাকাতও নেই, আবার হেকিমের মতো চিকিৎসকও নেই, কিন্তু তার হাতে মোহরবাঁধ ছিল, বুদ্ধি কৌশলে সব মোহরবাঁধকে দরিয়াগড়ে পাঠাই, ওর মোহরবাঁধকে ছিনিয়ে নিয়ে ওয়ালি খাঁ কাছে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তার নিয়ন্ত্রণে সবকিছু, কিন্তু দোকানে দোকানে চলতে থাকে একা অন্য লড়াই,

মোহরবাগ নিজস্ব কায়দায় প্রবন্ধ ছলাকলায় যুদ্ধ ওয়ালি খাঁ-র ~~[illegible]~~ মনে মোহ বিস্তার করেছে। তারে ওয়ালি খাঁ মোহরবাগকে তার সবকিছু আবেগ প্রবন্ধ আসলে ওয়ালি মোহ দিয়ে জড়িয়ে রাখছে। খাঁ নিজে ভেবেছে তার হাতে এখন সবকিছু। মোহরবাগ-এর মতো বাস্তবীকে দেশসেবা দিয়ে কিনে নিয়েছে, অন্যদিকে কাঁকুড়াতির পুষ্পচাষ হিসাবে মোহরবাগ ও হুক্কু দোকান ষড়যন্ত্র করেছে।

হেকিম সাহেবের দাওয়াই প্রস্তুত-এর জন্য যে রঙগুলোর প্রয়োজন হতো তা অনায়াসে ওয়ালি খাঁ-র বাগান থেকেই মিলতো, কিন্তু মোহরবাগ প্রথমেই ওয়ালি খাঁকে দিয়ে সমস্ত রঙগুলোর বাগান নিজে অধীনস্থ করে। যা একমাত্র মোহরবাগ ছাড়া অন্য কারোর অধিকার নেই, দাওয়াই প্রস্তুত করতে হেকিম সাহেব অকার্যকর হয়ে গেলেন, ওয়ালি খাঁ এই ষড়যন্ত্র প্রথম অবস্থায় ধরতে পারেনি, পশুপাত দোকানদার নিজের তালুকে সাম্রাজ্যের জন্য হেকিমকে আনতে চেয়েছিল কিন্তু কোথাও পর্যন্ত হেকিম আনা সম্ভব হয়নি, কিন্তু আসলে হেকিম এই ফুটে এসেছিল দুনিয়াগঞ্জে। রাজনীতির কিছুই বুঝতো না বুঝেছিল এ ছিল তালুকদারের লড়াই। সে লড়াইতে ওয়ালি খাঁ মোহরবাগকে হারিয়ে নিজের প্রস্তুত বনসম্পত্তি ধ্বংস করে, হেকিমকে হারিয়ে এবং সবশেষে নিজে বাগানে ব্যথিত অত্যন্ত হয়, সামগ্রিকভাবে বুদ্ধির সুস্থতায় ওয়ালি খাঁ-র ছিল না, প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালাতে গিয়ে সমতা থাকলেও সেবার প্রয়োজন হয়, সে সেবা ওয়ালি খাঁ-র ছিল না তাই প্রজার কাছে সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কোন কাজ নিজেই ঠিক করতে পারেনি তালুকদারের দায়িত্ব নিয়েই।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner